দৈনিক বাংলা

তারিখ ৮/৯/৯১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ রোববার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৯৮ঃ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আজ ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে শিক্ষাবঞ্চিত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এই দিনটি যথাযোগ্যভাবে পালিত হবে। তাতে সাক্ষরতার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং নিরক্ষরতা বিমোচনের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার উচ্চারণ করা হবে। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। এর কারণ আমাদের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশই নিরক্ষর। তাদের জীবনে সাক্ষর হওয়ার তেমন সুযোগ আসেনি, অথবা সুযোগ এলেও তারা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রেরই সঠিক পরিসংখ্যান মেলা ভার। সাক্ষরতার প্রকৃত হার জানাও তাই সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যায় যে, এদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোকই অক্ষরজ্ঞান বঞ্চিত।

যে দেশের অধিকাংশ মানুষ সাক্ষর নয় সে-দেশে উন্নয়ন যেমন দুরুহ, তেমনি দুরুহ সে-দেশের জনগণের দারিদ্র্যমোচন। কেননা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা একইসূত্রে গাঁথা। আমাদের দেশের মানুষের ব্যাপক দারিদ্র্য যেমন তাদের নিরক্ষরতার জন্য দায়ী তেমনি নিরক্ষরতাও তাদের দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে রেখেছে। এই অবস্থার অবসান করতে হলে দূর করতে হবে নিরক্ষরতা, দিতে হবে শিক্ষার আলো। কেবল শিক্ষাই হতে পারে জনগণের দারিদ্র্যমোচনের বড় হাতিয়ার। এ কারণে এদেশের মানুষকে সাক্ষর করে তোলা আজ একটি জাতীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছে।

আমাদের দেশে অতীতে সাক্ষরতা অভিযান চালানো হলেও নানা কারণে তা সফল হয়ে উঠেনি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সাক্ষরতার লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আসলে এর জন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প এবং সেই সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী সামাজিক আন্দোলন। বাস্তব কারণেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সাক্ষরতা অভিযান এবং গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই এমন ধারণা রয়েছে যে, সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের। ধারণাটা ভুল। কেননা একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করতে গেলে গোটা জাতিকেই এগিয়ে আসতে হবে। যার পক্ষে যতটা সম্ভব অবদান রাখতে হবে। আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে সাক্ষরতার পক্ষে জনমত সৃষ্টি, সবাইকে এর আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং তারপর সুচিন্তিত কর্মপন্থা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে তা বাস্তবায়ন।

গত কয়েক বছর যাবৎ ইউনেসকো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাক্ষরতা অভিযানের উপর জোর দিয়ে আসছে। এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি নারীদের সাক্ষর করার উপর অগ্রাধিকার দান করেছে। এ ব্যাপারে ইউনেসকোর শ্লোগান হচ্ছে-'একটি মেয়েকে শিক্ষিত করতে পারলে একটি জাতিকে শিক্ষিত করা যায়'। এই শ্লোগানের মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণের গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে সে তার সন্তানদের শিক্ষিত করার জোর তাগিদ উপলব্ধি করে এবং সকল প্রতিকূলতার মুখেও সে তার লক্ষ্য পূরণে নেয় বলিষ্ঠ ভূমিকা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে নারীশিক্ষা, মারাত্মকভাবে অবহেলিত। দেশে সাক্ষরের যে হার আছে সেখানেও মেয়েদের স্থান অত্যন্ত নীচে। সুতরাং, আমাদের দেশেও নারীদের সাক্ষরতার উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। আশার কথা, বর্তমান সরকার সাক্ষরতা ও শিক্ষার ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি নারী সমাজকে সাক্ষর করে তোলার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন।

আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমরা জনসাধারণকে সাক্ষর করে তোলার জন্য অবশ্যই নতুন অঙ্গীকার নেব। কিন্তু সেই অঙ্গীকার যেন আমরা কার্যে পরিণত করতে পারি। অঙ্গীকার গ্রহণের পর মুহূর্তেই যেন তা ভুলে না যাই, সে কথাও আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

১৩

18 OCT 1991

19 OCT 1991

20 OCT 1991

৮